।। শহীদ–এ–ওয়তন পীর আলি ।।

বিদ্যুৎ পাল

বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ছেলে। নিজের মুলুক থেকে এত দূরে, ধনী মানুষের দয়ায় বড় হওয়া ছেলে। ধুলো মাটিতে জন্ম নিয়ে, কুঠির অলিন্দে, দেউড়ির ছায়ায় ঘুরে দুনিয়া দেখতে শেখা ছেলে।

পীর আলি অন্যরকম হতে পারতেন। পাটনা বা আজিমাবাদ তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আফিস ব্যবসার কেন্দ্র। শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডাচ, পর্তুগীজ, ইংরেজ বণিকেরা। আজকের গান্ধী ময়দান তখন সাহেবদের রেসকোর্স। পূবদিকে হাফ–নবাবী আর পশ্চিমে হাফ–সাহেবী শহরটায় অনেক প্রলোভন ছিল গা–ভাসানোর। গা–ভাসানো লোকগুলোর ঘাড়ে ভর দিয়েই তো চলছিল কম্পানির প্রশাসন।

কিন্তু কী যেন ছিল গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা হাওয়ায়। মন্দিরের বটের ঝুরিতে, অশ্বত্থের শিহরণে। মাজারের ওপর ঝরে পড়া কাঁঠালি চাঁপা ফুলগুলোর সুগন্ধে।

মাদ্রাসায় কত ছেলেই তো পড়ে। পীর আলি অক্ষর ধরে ধরে পৌঁছোতে চাইলেন হিন্দের হৃতকমলে। কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন তার পাপড়িগুলোর ওপর বণিকতন্ত্রের ছায়া। যেন গায়কের ফুসফুসে আফিমের ছোপ।

পড়ে কী বুঝলে?

1. পাটনা বা আজিমাবাদে কারা কিসের ব্যবসা করত?
2. পাটনা শহরে তখন কারা ঘুরে বেড়াত?
3. হিন্দের কোন জিনিসের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ত?

সোনার ভারত! তার আসল সোনা তো ছিল বুকের বল, মাথার স্পষ্টতা আর হাতের জাদু। তাই নিয়েই তো এ দেশ পৃথিবীর বাণিজ্য দখল করেছিল। হিন্দের কাপড়ের জন্য হুড়োহুড়ি পড়তো লিসবন, প্যারিসের বাজারে। হিন্দের ইস্পাত যেত ধারালো তরোয়াল হতে, দামাস্কাসে।

সে দেশের কী অবস্থা! রুগ্ন! হত দরিদ্র! হীন! সতেরো বছর বয়সে ভূমিকম্প দেখেছিলেন পীর আলি। ধেয়ে আসছে কড় কড় কান ফাটানো শব্দ, কাঁপছে পায়ের নিচে মাটি। সাত বছর বয়সে ছেড়ে আসা বাবা মায়ের কথা সেদিন খুব মনে পড়েছিল তাঁর।

কিন্তু পরে মনে হোত এর থেকে অনেক বড় কোনো এক ভূমিকম্পে ফাটল ধরে গেছে হিন্দের মর্মে। ধ্বসিয়ে দিয়েছে তার নৈতিক গঠন।

বুভুক্ষুর মত বই পড়তেন পীর আলি। পড়তে পড়তে কবে যেন সবাইকার চোখে তিনি বিদ্বান হয়ে উঠলেন! রাস্তায় পড়ে থাকা বাচ্চাটা হয়ে উঠল মওলানা পীর আলি খাঁ! উর্দু, আরবী, ফারসীতে সমান পারদর্শী।

কিন্তু পড়লেই তো শুধু হবে না. নিজের পায়ে দাঁড়াতেও তো হবে। পালক ধনী মানুষটি পিতার স্নেহ দিয়ে বড় করেছেন তাকে। কিছু দিন আগে যেমন নিজের ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, পীর আলিরও বিয়ে দিয়েছেন ঘটা করে। সেই তাঁর কাছেই হাত পাতলেন শেষে। 'কিছু টাকা চাই, একটা বইয়ের দোকান দেব, ভাবছি।'

তখনও ছাপাখানা আসেনি এদিকে। তার ওপর উর্দু, আরবীর বই তো ছাপাখানা আসার পরেও বহু বছর অব্দি হাতে লেখাই চলেছে। শহরে বইয়ের দোকান গোনাগুনতি। পীর আলি নিজের দোকান সাজিয়ে তুললেন লক্ষ্ণৌ, দিল্লী থেকে বই আনিয়ে। পড়াও চলবে, রোজগারও চলবে।

নানান ধরনের মানুষ, যাঁরা পড়াশোনা জানেন, দেশ-দুনিয়ার খবর রাখেন, পীর আলিকে চিনে ফেললেন। কত রকমের প্রশ্ন যুবকটির মনে! কত চিন্তা করে সে! তাঁরা বলাবলি করেন নিজেদের মধ্যে। বই আনানোর সূত্রে দূরের সুহৃদ বন্ধু ও প্রিয়জনদেরও একটা বড় জগৎ গড়ে উঠল পীর আলির।

কিছুদিনের মধ্যে অদ্ভুত সব খবর আসতে শুরু করল চারদিক থেকে। উড়তে লাগল নানা ধরনের গুজব। ইংরেজ ফৌজের হিন্দুস্তানী সেপাইদের মধ্যে ফুঁসে উঠেছে অসন্তোষ। ওদিকে ঝাঁসী, গেয়ালিয়র, পূণা... আরো কত মুলুকের রাজা, রানীরা জোট বাঁধছে কোম্পানির বিরুদ্ধে। শহরের রাস্তায় যাওয়া আসা করা ইংরেজ অফিসারেরা যেন একটু সতর্ক।

– কে, বলল কে?

– হাজিগঞ্জে শেরশাহী মসজিদে এক ইমাম এসেছিলেন কলকাতা থেকে। তিনি বলেছেন।

– ব্যাপারীর বজরা যাচ্ছিল গঙ্গায়, গোয়ালন্দ থেকে এলাহাবাদ। দীঘা ঘাটে রসদ কিনতে থেমে নাবিকেরা বলাবলি করছিল।

– আরে, নটদের দল এসেছিল কানপুর হয়ে তারাই তো বলল!

–তোমরা জানোনা। দানাপুর ফৌজী ব্যারাকের বাইরে আর্দালী, খানসামাদের নতুন বস্তি উঠছে যে–ওখানেই একদিন গিয়ে শুনেছি।

শ্রীরঙ্গপত্তনে কবে যুদ্ধে প্রাণ দিল টিপু সুলতান– তার যুদ্ধডাক যেন সাড়া জাগিয়ে তুলেছে দেশে। পীর আলি তাঁর বইয়ের দোকানে বসে হঠাৎ, যেন সেই যুদ্ধডাক শুনে চমকে ওঠেন।

তিনি মনস্থির করে ফেলেন। এই সময় কবে থেকে তাঁর বুকে জমছিল গোরাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা! দেশটার মেরুদণ্ডে ঘূণ ঢোকাচ্ছে কোম্পানির শাসন। ... আজ সেই শাসন উৎখাৎ করার দিন এসে গেছে।

পড়ে কী বুঝলে?

1. পীর আলি কোন বয়সে বাড়ি ছেড়ে, পালিয়েছিলেন?
2. পীর আলি কোন কোন ভাষায় পারদর্শী?
3. ইংরেজ আমলে গান্ধী ময়দান কী ছিল?

নিজের যা কিছু উপার্জন, সব ঢেলে তিনি গোপনে গড়ে তুলতে শুরু করলেন বিদ্রোহীদের একটি দল। অস্ত্র যোগাড় করতে লাগলেন। নীল–সাদা রঙের বিদ্রোহের পতাকা ভাবলেন দলটির জন্য। কাছের দূরের বন্ধুদের সাথে চলল চিঠির আদান প্রদান– প্রস্তুতির আলোচনা। ক্যান্টনমেন্টে, ইংরেজ প্রশাসনে সম্পর্কসূত্র গড়ে তুললেন।

লক্ষ্ণৌএ এক মনের সাথী খুঁজে পেয়েছিলেন বইয়ের ব্যবসার সূত্রে। সেই সাথীর সাহায্যে স্ত্রী আর সন্তানদের লক্ষ্ণৌ প্রবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

চলতে লাগল প্রস্তুতি আর সময়ের প্রতীক্ষা।

1857 সাল। শুরু হোল উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সামরিক বিদ্রোহ। ভারতে ইংরেজ ফৌজের এক লক্ষেরও বেশি ভারতীয় সেপাই কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। ব্যারাকপুর থেকে মীরাট, দিল্লী, পেশোয়ার হয়ে তার ঢেউ আছড়ে পড়ল বিহারেও। বাবু কুঁঅর সিংএর বীরগাথা, দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহী সেপাইদের নৌকায় করে পাড়ি দেওয়ার কাহিনী আজ সবাই জানে।

তেসরা জুলাই পাটনার কমিশনার উইলিয়াম টেলার একটু বেলায় খবর পেলেন যে পতাকা উড়িয়ে, হাতে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কয়েকশো মানুষের একটা দল গুলজারবাগে সরকারি দপ্তরে হামলা চালাতে যাচ্ছে। আবার খবর পেলেন যে তারা গীর্জা ঘিরে নিয়েছে। প্রথম যে দলটা গেল স্থানীয় সেপাইদের তারা টিকতে পরলো না বিদ্রোহীদের সামনে। কিন্তু তারা সঠিক খবর নিয়ে এল যে পাটনা আফিম এজেন্সির ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা ডেপুটি আফিম এজেন্ট ডা. লায়েলকে বিদ্রোহীরা নিকেশ করেছে। কমিশনার দানাপুর গ্যারিসন থেকে ব্রিটিশ সৈন্য চেয়ে পাঠালেন।

পড়ে কী বুঝলে?

1. রঙ্গপত্তনে কে যুদ্ধে প্রাণ দিল?
2. সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ কত সালে শুরু হয়?
3. কমিশনার কোথা থেকে বৃটিশ সৈন্য চেয়ে পাঠালেন।

ইংরেজ সৈন্য আর ভারতীয় বশম্বদ সেপাইদের মিলিত শক্তি অবশেষে কাবু করল বিদ্রোহীদের। তখন প্রায় বিকেল। আকাশে আষাঢ়ের খন্ড খন্ড মেঘ। পীর আলি ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ তুলছিলেন সাথীদের আহ্বান করে। তখনই মাস্কেটের গুলি লাগল বাঁ কাঁধে।

পরের দিন 21 জনের ফাঁসী হল। 23 জনকে জেলে পাঠানো হল। কমিশনার টেলারের নৃশংসতা সর্ববিদিত। তিনিও বিচলিত হয়ে পড়ে ছিলেন পীর আলির সামনে বসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে।

পরবর্ত্তীকালে একটি বইয়ে তিনি লিখেছেন ঃ- ''ভারী শিকলে বাঁধা, বাঁ কাঁধের ক্ষত থেকে বেরুনো প্রচুর রক্তে তার নোংরা জামাকাপড় মাখামাখি, বাঁচার এক বিন্দু আশা নেই। তবু আমার ও অন্যান্য ইংরেজ ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখে এক মুহূর্তের জন্যেও উত্তেজনা, হতাশা কিম্বা ভয় খেললো না।

''তাকে প্রশ্ন করা হোল, এমন কিছু কি সে করতে চায়, যাতে তাকে জীবনদান দেওয়া যেতে পারে? সে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে এবং ইষৎ অবজ্ঞার সাথে জবাব দিল, 'কখনো এমন সময় আসে যখন জীবন বাঁচানো ভালো। আবার এমন সময়ও আসে যখন জীবন খোওয়ানো ভালো।' (কমিশনার হিসেবে) আমি যে দমননীতি চালিয়েছি তাকে বিদ্রুপ করে শেষে বলল, ''আপনি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন, আমার মত আরো অনেককে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন। কিন্তু আমার জায়গা নিতে হাজারো মানুষ

ছুটে আসবে। আপনার উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না।..''

পাটনায় যেখানে পীর আলি এবং তার কুড়িজন সঙ্গীকে ফাঁসিতে ঝোলনো হয়েছিল সেখানে এখন একটি শিশু উদ্যান – 'শহীদ পীর আলি খাঁ স্মৃতি পার্ক'।

জেনে রাখো

শহীদ-এ-ওয়তন	–	দেশের শহীদ
ওয়তন	–	দেশ
কুঠি	–	ব্যবসায়ীর অফিস ঘর, ধনী ব্যক্তির অস্থায়ী বাসস্থান, বাংলো
অলিন্দ	–	বারান্দা
আজিমাবাদ	–	পাটনাকে আজিমাবাদ বলা হোত
ডাচ	–	নেদারল্যাণ্ডবাসীদের ডাচ বলে
বণিক	–	ব্যবসায়ী
রেসকোর্স	–	ঘোড় দৌড়ের মাঠ
হিন্দের হৃদকমলে	–	হিন্দুস্তানের হৃদয়পদ্মে
বণিকতন্ত্র	–	ব্যবসায়ী কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা

তার পাঁপড়িগুলোর ওপর বণিকতন্ত্রের ছায়া – ইংরেজরা ব্যবসার সূত্রে ভারতে প্রবেশ করে। বণিকের মাপদন্ড হয়ে ওঠে শাসনের মানদন্ড। তারা কোমল হৃদয় ভারতীয়ের উপর অত্যাচারের ছায়া ফেলতে শুরু করে।

গায়কের ফুস্‌ফুসে আফিমের ছোপ – আফিম সেবন ধীরে ধীরে ফুস্‌ফুসের ক্ষতি করতে থাকে। মানুষ ক্ষয় রোগে (টি.বি) আক্রান্ত হয়। গায়কের ক্ষয় রোগ হলে সে যেমন আর গাইতে পারবে না, তেমনি ভারতবাসীর মধ্যে বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ পীর আলি দেখতে পাচ্ছেন।

সোনার ভারত	–	ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ উজ্জ্বল ভারত
লিসবন	–	পর্তুগালের রাজধানী
দামাস্কাস	–	সিরিয়ার রাজধানী

প্যারিস	–	ফ্রান্সের রাজধানী
নৈতিক	–	নীতি সম্বন্ধীয়, ন্যায়সঙ্গত।
বুভুক্ষু	–	ক্ষুধিত, খাওয়ার ইচ্ছা।
পারদর্শী	–	নিপুণ, পটু
গোয়ালন্দ	–	বর্তমানে বাংলাদেশের নদী
নট	–	নর্তক, অভিনেতা (যারা নাচ,গান, অভিনয় করে)
শ্রীরঙ্গপত্তন	–	কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত শহর।
গোরা	–	গৌরবর্ণ, ফরসা, ইউরোপীয় সেনা

দেশটার মেরুদণ্ডে ঘুণ ঢোকাচ্ছে কোম্পানির শাসন – দেশবাসীকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে ইউরোপীয় শাসক।

ঘূণ	–	এক ধরণের কাঠ ধ্বংসকারী পোকা
উৎখাত	–	সমূলে তুলে ফেলা, বিনাশ করা, দূর করে দেওয়া।
নিকেশ করা	–	ধ্বংস করা, শেষ করে দেওয়া
বশম্বদ	–	অনুগত, অধীন
সর্ববিদিত	–	সবাই জানে

পাঠ পরিচয়

1857 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সৈনিকরা বিদ্রোহ করে, যাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়। বিদেশি শাসকদের অধীনতা থেকে ভারতীয়দের মুক্তি অর্জনের এই চেষ্টাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। এই সংগ্রামে পীর আলি নেতৃত্ব দেন। পীর আলি ছোটবেলায় বিদ্বান হবার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নকে সফল করে তোলার জন্য বাড়ি থেকে পালান। উদ্দেশ্য লক্ষ্ণৌ, বেনারস বা পাটনায় বিদ্যা অর্জন করবেন। অনেক বাধা অতিক্রম করে পাটনা পৌঁছান। এখানে একটি বইয়ের দোকান দেন। তারপর ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। ইংরাজরা কুড়িজন সঙ্গীর সঙ্গে তাঁকে ফাঁসি দেয়।

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর লেখো

1. হিন্দের কাপড় কোন বাজারে যেত?
2. হিন্দের ইস্পাত কিসের জন্য কোথায় যেত?
3. কোন দেশের নিবাসীকে ডাচ বলা হয়?
4. 'এর থেকে অনেক বড় কোনো এক ভূমিকম্পে ফাটল ধরে গেছে হিন্দের মর্মে'। এ কোন এক বড় ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে?
5. কোম্পানির বিরুদ্ধে কোথাকার রাজা, রানীরা জোট বাঁধলেন?
6. পীর আলি নিজের সব উপার্জন কিসে ঢেলে দিলেন?
7. পীর আলি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের কোথায় কার কাছে পাঠালেন?
8. পাটনায় যেখানে পীর আলি ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সে স্থানটিতে এখন কী করা হয়েছে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

7. বাড়ি থেকে পালিয়ে পীর আলি কীভাবে বিদ্বান হয়ে উঠলেন? রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কী করলেন?
10. দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীদের উপর পাটনার কমিশনার উইলিয়াম টেলরের অত্যাচারের বর্ণনা 'শহীদ-এ-ওয়তন পীর আলি' পাঠ অবলম্বনে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

তখন	দরিদ্র
ওপর	শহর
সুগন্ধ	পশ্চিম

2. অর্থ লেখো

অলিন্দ	হিন্দের হৃতকমলে
বণিকতন্ত্র	বুভুক্ষু